ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

নীনা শামসুন নাহার

মোহাম্মদ রফিক হাসান

৩০ জুন ২০১৪

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে উল্লেখ
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা
- ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) উভয় দলিলেই দেশে সকল স্তরে মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার বিশেষ অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ
- প্রধান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার
- উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ও সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুলভকরণ, চাকুরীর বাজার উপযোগি ডিগ্রীর সুযোগ সৃষ্টি ও সেশনজটবিহীন স্বল্পসময়ে ডিগ্রি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে নিয়ে ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন : শিক্ষা, ২০১৩ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বেসরকারী খাতে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির উদ্ভব লক্ষ্যণীয়
- বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ২২ বছরে বেশকিছু ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, বাণিজ্যিকিকরণসহ নানা ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতে অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে
- দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি যে তিনটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে শিক্ষা খাত তার মধ্যে অন্যতম এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরে গবেষণার অংশ হিসেবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা;

২. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনসমূহের সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;

৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা এবং

৪. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণা পরিধি

- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পরিচালনা বিধিমালা পর্যালোচনা
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা - অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ
- অংশীজন হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা

গবেষণা পদ্ধতি

- মূলত এটি একটি গুণগত গবেষণা
- প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহের কৌশল

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধ/প্রতিবেদন পর্যালোচনা

প্রাথমিক তথ্যের উৎস

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ট্রাস্টি বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ভিসি, প্রভিসি, সিন্ডিকেট সদস্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক
- দলীয় আলোচনাঃ শিক্ষার্থী, শিক্ষক
- পরামর্শ সভাঃ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন
- পর্যবেক্ষণঃ নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রতিবেদন, নাগরিক সনদ, সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ

গবেষণা পদ্ধতি

বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

মোট ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে দ্বৈবচয়ন। নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

- অবস্থান (ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে)
- বিশেষায়িত বনাম সাধারণ
- স্থায়ী সনদ
- নিজস্ব ক্যাম্পাস
- এনজিও উদ্যোগ ও ব্যক্তি উদ্যোগ
- শিক্ষার্থী-অভিভাবকের পছন্দের তালিকা

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়

গবেষণাকাল

জুন ২০১২ থেকে মে ২০১৪ পর্যন্ত

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

অনুমোদনের সন: ১৯৯২-২০১৩ (৭৯টি)

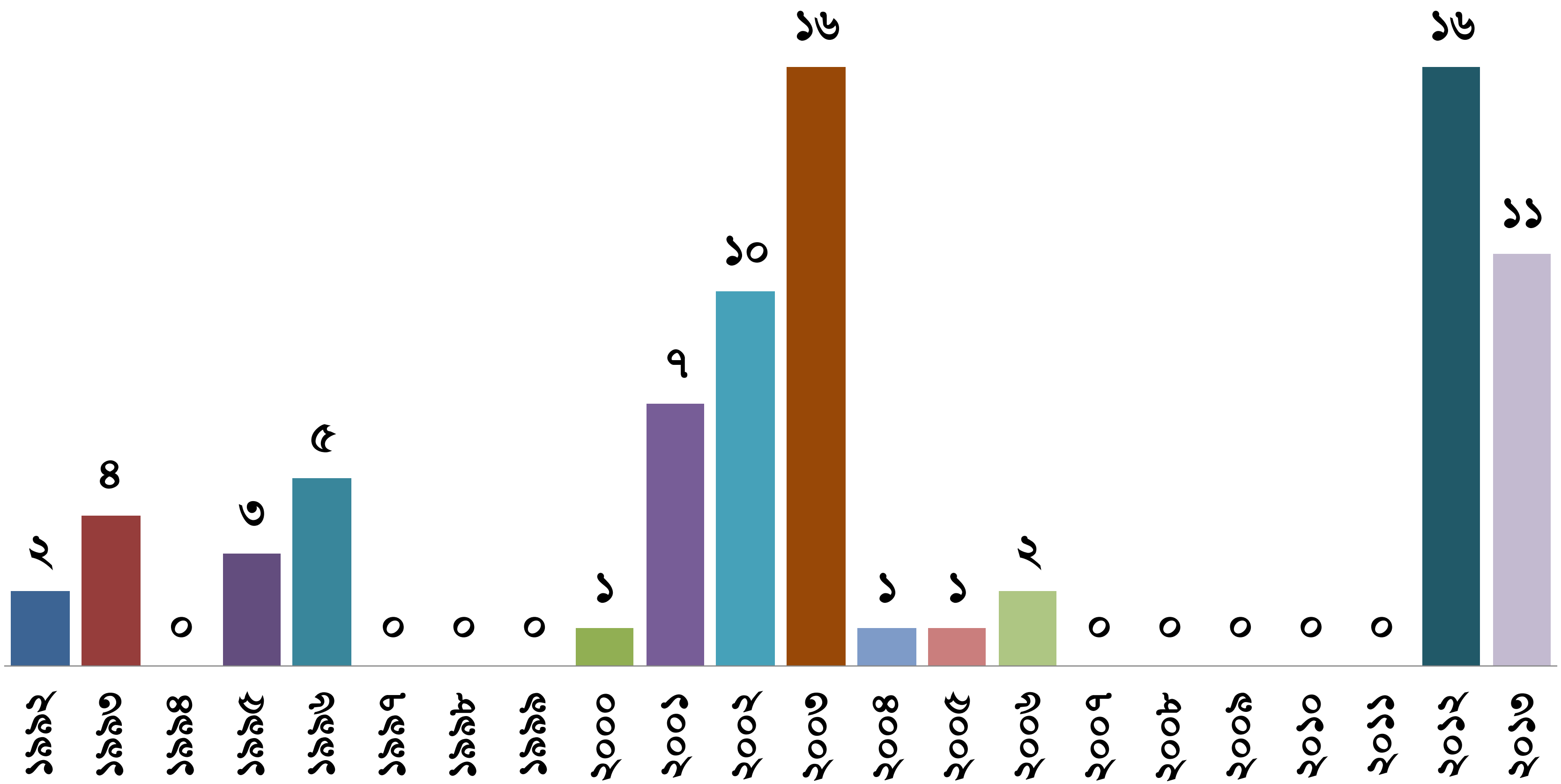

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

বিভাগ অনুসারে বিন্যাস (৭৯টি)

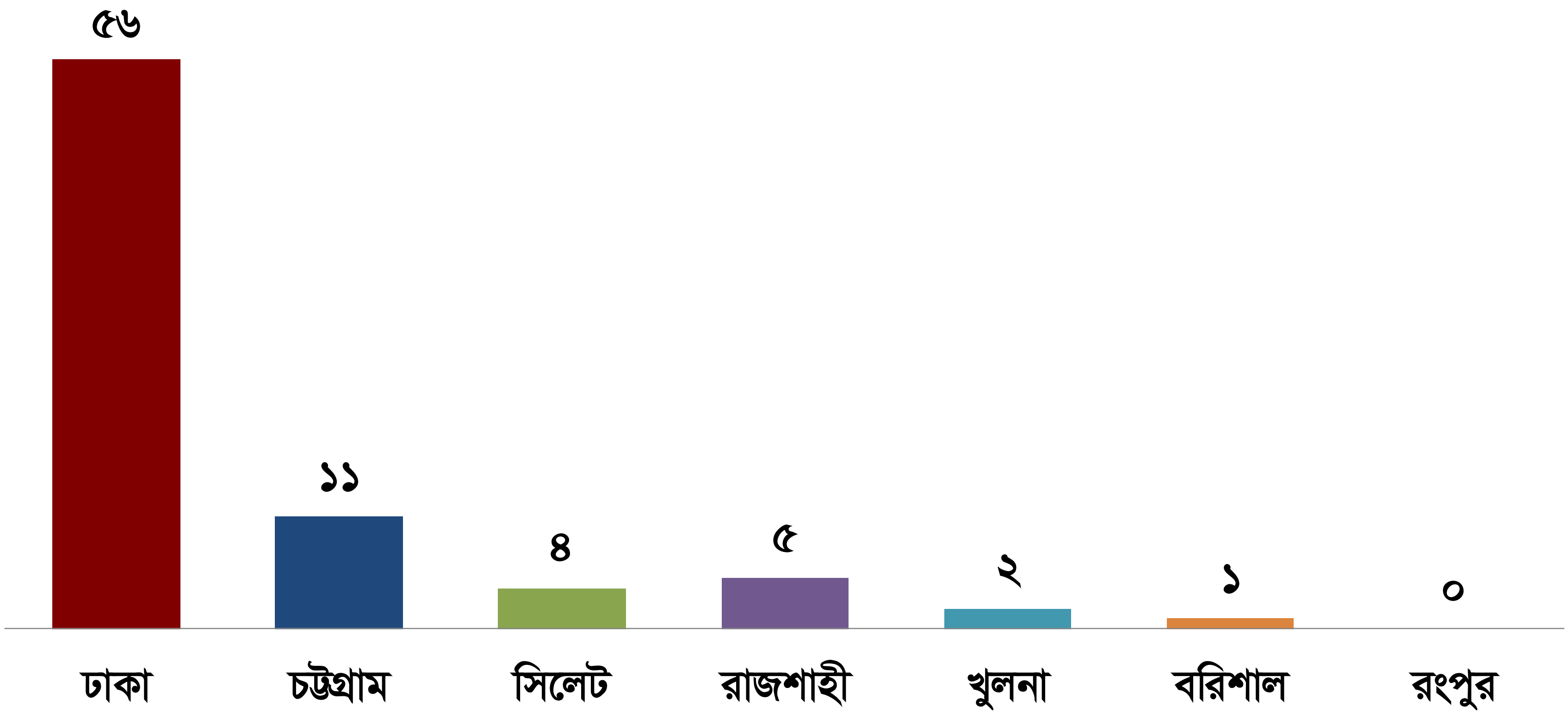

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ধরন (৭১টি)

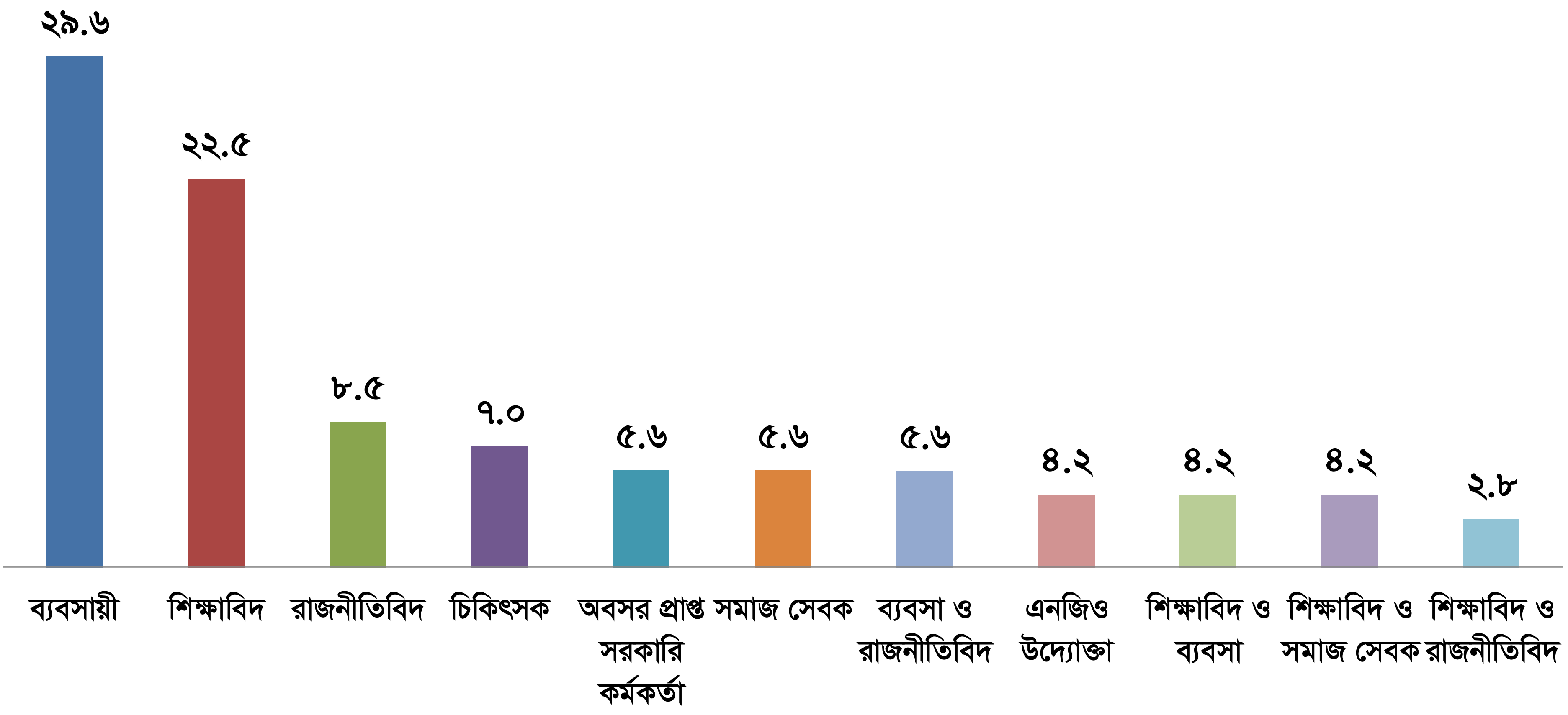

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

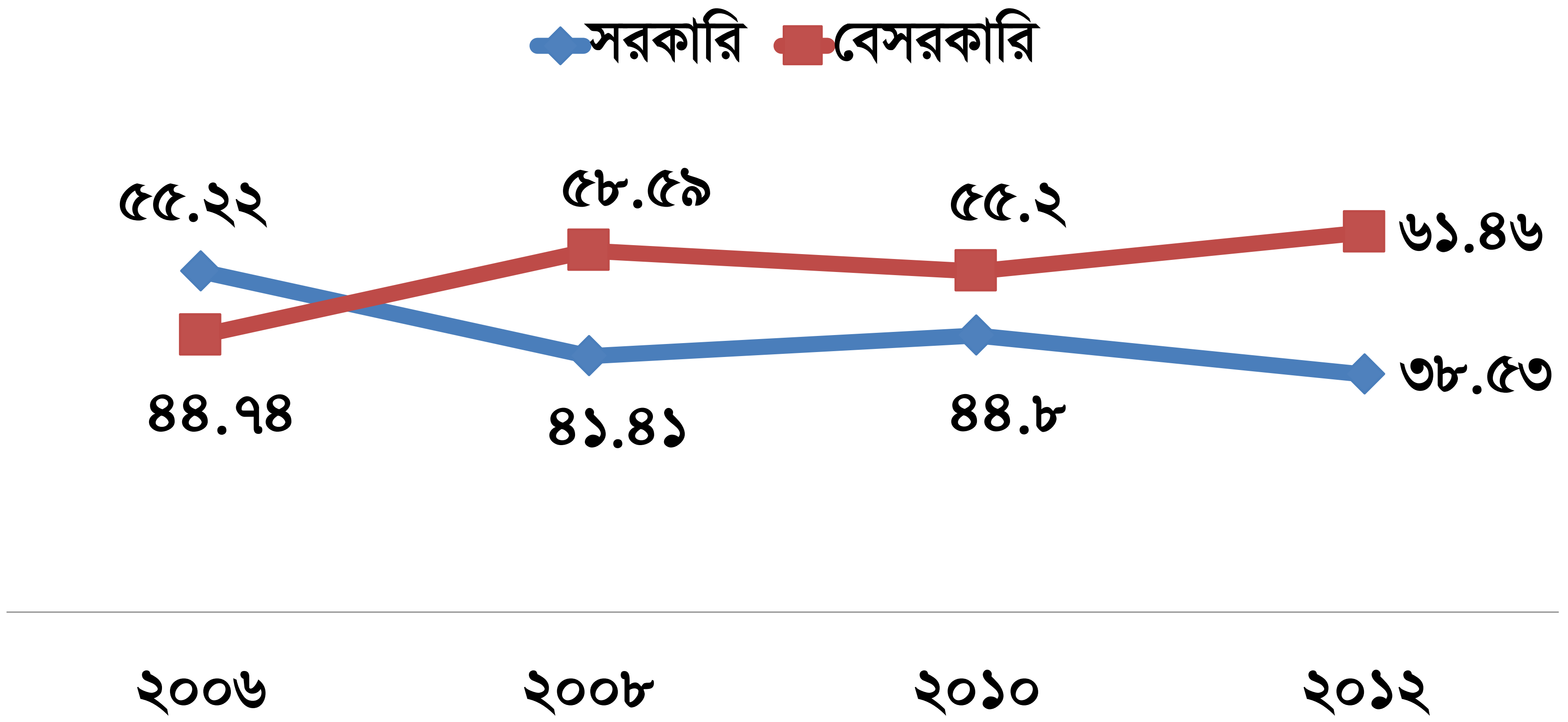

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

বিভাগ/ অনুষদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হার ২০১২

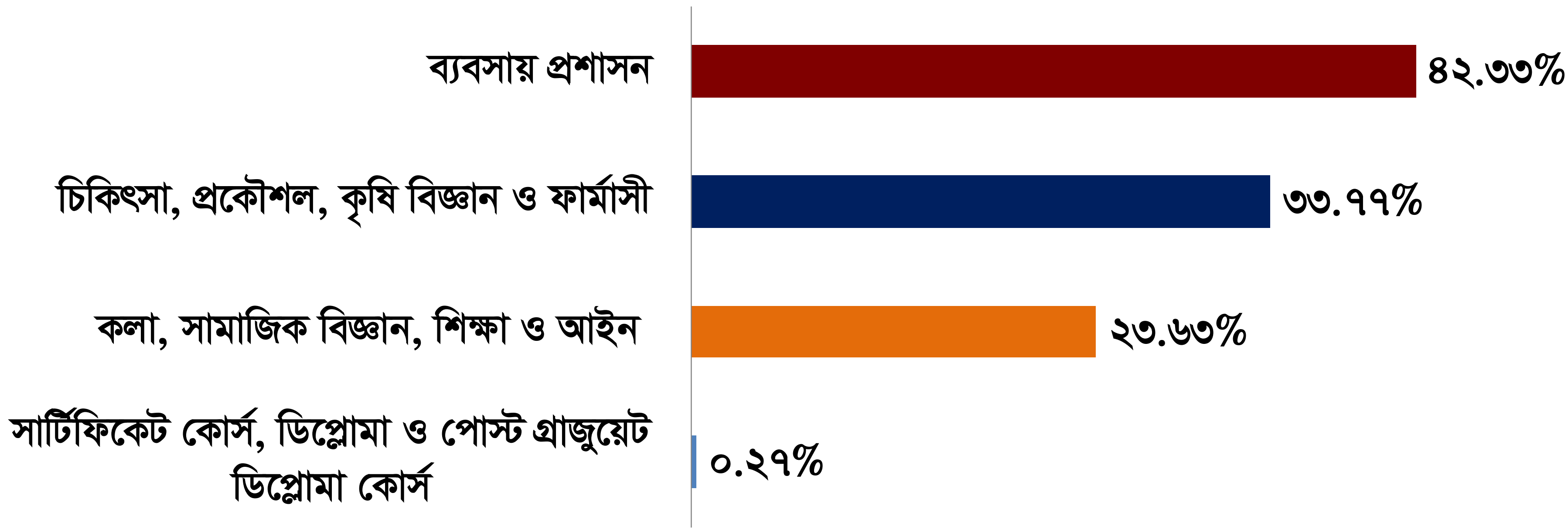

- স্নাতক সম্মান ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা: ১,৩১,৯৩২টি [শিক্ষার্থী ভর্তির হার: ৬০.১৮%]
- মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা: ৩,১৪,৬৪০ জন
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৭৪.৮%, ছাত্রী ২৫.২%
- বিদেশী শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৬৪২ জন (একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যক: ১২৩৭ জন)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, নারী শিক্ষক, ব্যয়, বৃত্তি ও ডিগ্রী প্রদান ২০১২

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত: ১:২৬
- মোট শিক্ষক সংখ্যা: ১১৭৫৫ জন
  - পূর্ণকালীন: ৭৮২০ জন (৬৭.৫%)
  - খন্ডকালীন: ৩৯৩৫ জন (৩২.৫%)
- নারী শিক্ষক: ৩৩২০ জন (পূর্ণকালীন: ৮৪.০৩% ও খন্ডকালীন ১৫.৯৬%)
- শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়: গড় ৭৮২৬৬ টাকা
- বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী: ২১,৪৭৪ জন
  - মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ৩,৪১৯ জন(২.৫৯%)
  - দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ৭,৬২১ জন (১৩.২৩%)
- ডিগ্রি প্রদান (১ বছরে, ২০১২ সনে): সর্বমোট ৪৯১৮০জন শিক্ষার্থী (সর্বোচ্চ ২৮৭৪, সর্বনিম্ন ১)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কাঠামো

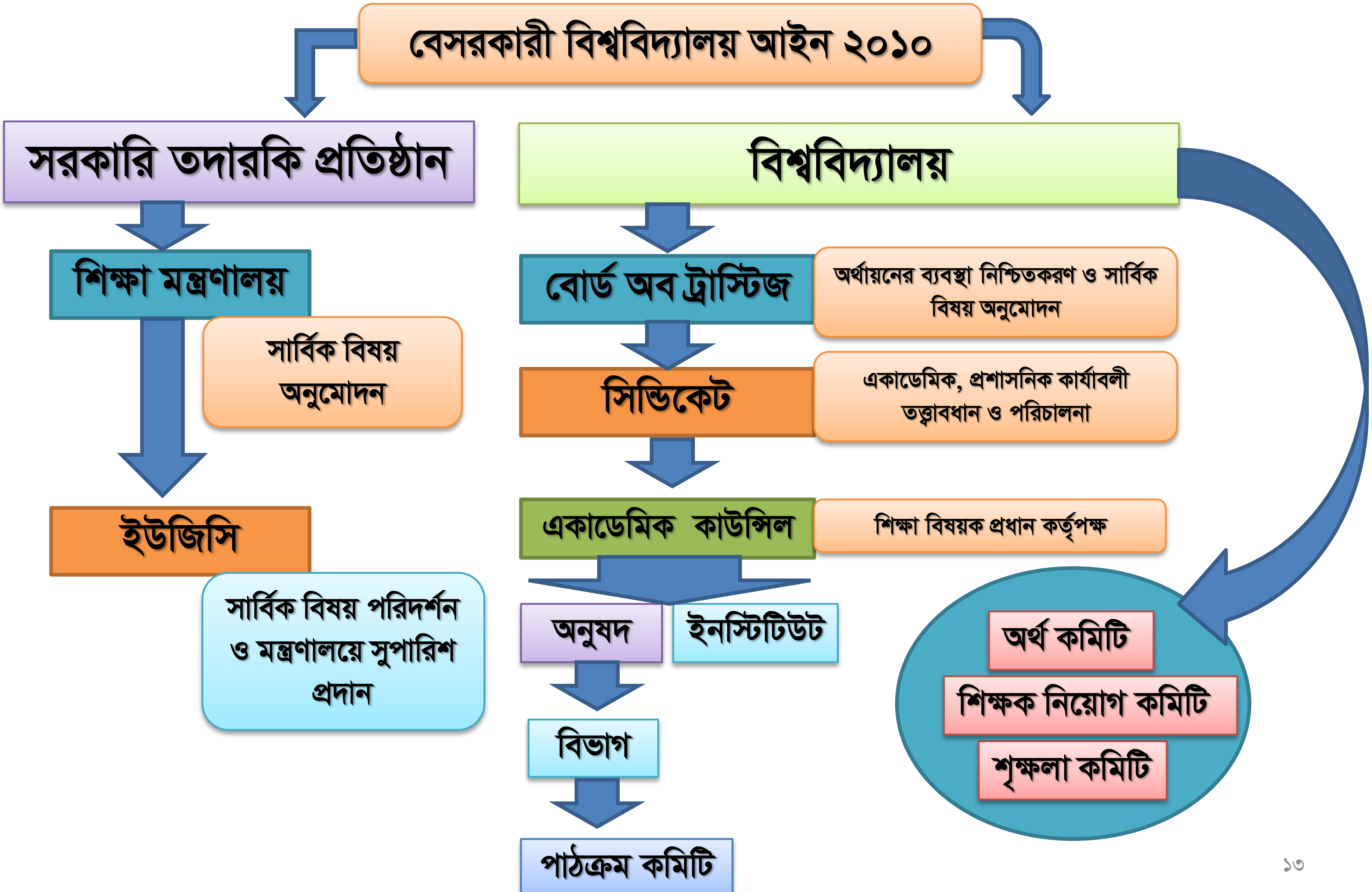

সরকারের উদ্যোগ/ ইতিবাচক পদক্ষেপ

- সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন
- বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪ জারি
- অননুমোদিত প্রোগ্রাম/ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশ
- সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ- ইতিমধ্যে ৪০টি উচ্ছেদ
- দীর্ঘসূত্রীতা নিরসনে সব মামলা একই বেঞ্চে আনার উদ্যোগ
- সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ বছর অতিক্রান্ত সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ
- যেসকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেনি তাদের নতুন করে কোনো বিভাগ, প্রোগ্রাম, কোর্স অনুমোদন প্রদান না করার নির্দেশ দেওয়া
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া
- ইউজিসির ৪টি কমিটি সক্রিয় এবং আকস্মিক পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
- ঢাকা শহরের মধ্যে নিজস্ব জমি না থাকলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনে অনুৎসাহের নীতি
- সংসদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্দেশনা - মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়ম-দুর্নীতির ওপর ইউজিসি সত্যায়িত প্রতিবেদন পেশ

সরকারের উদ্যোগহীনতা/নেতিবাচক পদক্ষেপ

- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব
- ২০১০ এর আইনে একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার কথা বলা হলেও ৪ বছরেও গঠন সম্পন্ন না করা
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি না করা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল বৃদ্ধি না করা, পৃথক একটি কমিশন গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইউজিসিকে অধিকতর ক্ষমতায়িত না করা
- ‘বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪’- এর মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন, অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি-

  -অবকাঠামো সংক্রান্ত শর্ত শিথিল -নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস

  -কোন ধরণের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ পাবে তার মাপকাঠি অনির্ধারিত

  -ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের কাজের চাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিবাচক অর্জন

- বিগত ২২ বছরে ক্রমাগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে এর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা থেকেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে
- ব্যয়সাপেক্ষ হলেও কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে
- বিদেশগামীতার বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন, এবং অন্যান্য প্রতিযোগীতামূলক চাকুরী বাজারে প্রবেশ করছেন
- অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে - বিশেষতঃ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের জন্যে
- দরিদ্র/মেধাবী/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের জন্য বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি
- বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি - বর্তমানে ৩৪টি দেশের ১৬৪২ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত (২০১২)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিবাচক অর্জন

- শুধুমাত্র নারীদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- শিক্ষার্থীদের জন্যে পরিবহন সুবিধা, নারীদের জন্যে পৃথক আবাসিক সুবিধা
- শিক্ষক যোগ্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে "ডেমোনেস্ট্রেশন লেকচার" /বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা
- শিক্ষা-শিখণে আধুনিক উপকরণ ও ধারার ব্যবহার - মাল্টিমিডিয়া /ওভারহেড প্রজেক্টর, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত এসাইনমেন্ট প্রদান, প্রজেক্ট /ফিল্ড ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি
- শিক্ষক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান
- চাকুরীর বাজারে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন বিভাগ/কোর্স চালু - বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং , বায়োইনফরম্যাটিক্স
- চাকুরীর ২ বছর অতিক্রান্ত হলে শিক্ষকদের জন্যে 'শিক্ষা ছুটির' সুযোগ
- দরিদ্র মেধাবী/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্যে বাধ্যতামূলক বৃত্তির বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি -১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিভোগীর গড় হার ৬০শতাংশ
- বোর্ড অফ ট্রাষ্টির ইতিবাচক উদ্যোগ ও ভূমিকার মাধ্যমে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইমেজ সৃষ্টি

আইনি সীমাবদ্ধতা

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টির নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্বের ঝুঁকি সৃষ্টি
- অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাসরি আইনে উল্লেখ না থাকায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মালিকানাবোধ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক (ইউজিসি প্রতিবেদনে 'মালিকানা দ্বন্দ্ব' বলে উল্লেখ)
- ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সংখ্যা ও সম্মানী সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা
- সাধারণ তহবিল ব্যয়ের বিষয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে অর্থ ব্যয়ের নিয়ম থাকলেও তা কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে তা উল্লেখ নেই
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি না থাকায় অর্থ সংক্রান্ত অস্বচ্ছতার ঝুঁকি সৃষ্টি

আইনি সীমাবদ্ধতা

- ‘পর্যাপ্ত অবকাঠামোর’ ব্যাখ্যা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অপব্যবহার
- আসনসংখ্যা ও অবকাঠামোর অনুপাত সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা
- অনুমোদনের ক্ষেত্রে অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় রাজধানীতে সীমিত এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি
- কারিকুলাম হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকা
- বিধিমালার অনুপস্থিতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি সৃষ্টি (‘আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদন্ডে’ সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী ফি কাঠামো, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ‘উপযুক্ত’ বেতন কাঠামো ইত্যাদি)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

- সর্বোচ্চ ১২ বছরের মধ্যে স্থায়ী সনদ গ্রহণ করার নিয়ম থাকলেও গ্রহণ না করা (২২টির মধ্যে মাত্র ১টি), সাময়িক অনুমতি নিয়ে ও বার বার নবায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- সীমিত সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা (২২টির মধ্যে মাত্র ৬টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা)
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত সংবিধি তৈরী না করা বা করলেও অনুসরণ না করা
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ট্রাস্ট্রি বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ- ২২টির মধ্যে মাত্র ১টির ক্ষেত্রে বিওটি কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না, ২টির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হস্তক্ষেপ
- অযৌক্তিকভাবে সভাসংখ্যা ও সম্মানী বৃদ্ধি, দেশের বাইরে সফরের আয়োজন
- ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব- একাধিক বোর্ড গঠন, বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব দাবি (২২টির মধ্যে ৫টির ক্ষেত্রে)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

- ট্রাস্টি বোর্ডে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য
- দীর্ঘদিন অস্থায়ী/ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা- ৭৯টি মধ্যে ভিসি ৫২টি, ১৮টি প্রভিসি, ৩০টিতে ট্রেজারার আছে
- শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সেলের অনুপস্থিতি ও তার বিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদনে না থাকা
- সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেওয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্টে অর্ডার নেবার পর ইউজিসিতে রিপোর্ট না করে কর্মকান্ড পরিচালনা (বিশ্ববিদ্যালয়, অবৈধ ক্যাম্পাস ও কোর্স)
- না জানিয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম বোর্ডে অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবহার
- প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বেতন ও সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে আকৃষ্ট করে ট্রাস্টি বোর্ডের নতুন সদস্য, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অবসরপ্রাপ্ত আমলা/প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি -একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে পূর্ব নির্বাচন এবং অপর একটিতে বড় ধরনের দুর্নীতির পর রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তির কন্যাকে চাকুরী প্রদান

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

- বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত দেখানোর জন্য অবৈধভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের না জানিয়ে তাদের সিভি ব্যবহার
- কাগজে কলমে শিক্ষকের কোটা পূরণ দেখালেও বাস্তবে শিক্ষকের উপস্থিতি না থাকা- শুধু শিক্ষকদের সিভি সংরক্ষিত রাখা
- কাগজে-কলমে ঠিক থাকলেও বাস্তবে খন্ডকালীন শিক্ষকের হার বেশী থাকা
- শিক্ষকদের পারফরমেন্স মূল্যায়নে অনিয়ম- যোগ্যতার তুলনায় নিম্ন বা অতি মূল্যায়ন করা, কম যোগ্য ব্যক্তিকে বিভাগীয় প্রধান করা
- ভুয়া পিএইচডি ব্যবহার- ইউজিসি কর্তৃক ব্যবহারকারী ভিসি চিহ্নিত
- শর্তপূরণ না করা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা
- ব্যস্ত রাস্তা, গার্মেন্টস, বাণিজ্যিক ভবন ও অপরিসর রাস্তার পাশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

- বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কাঠামো না থাকা- বিজ্ঞাপনের তুলনায় কম বেতন প্রস্তাব করা, কাগজে কলমে বেশি দেখিয়ে বাস্তবে কম দেওয়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা রেফারেন্সের ভিত্তিতে বেতনের পরিমাণ নির্ধারণ
- ছুটি সংক্রান্ত পূর্ণাংগ নীতিমালা না থাকা - অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়া
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী গবেষণা প্রকল্প খাতে অর্থ বরাদ্দ না রাখা - ২২ টির মধ্যে ১৩টিতে প্রকল্প নেই
- সরকারি আদেশে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হলেও, সেলের জন্য নির্ধারিত অফিস কক্ষ নেই এবং সাধারণ শিক্ষার্থী এই সেলের বিষয়ে কিছুই জানে না
- আইনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মত বিনিময় সভা করার কথা উল্লেখ থাকলেও তা না করা

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

- অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা (ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি পর্যন্ত অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে- ইউনিয়ন পর্যায়েও; তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা নিজেই দাবী করেন যে তাদের শাখা ক্যাম্পাসের সংখ্যা কয়েক শত)
- সরকারি আদেশে কিছু আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হলেও, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভর্তি ও পরামর্শ কেন্দ্র'-র নামে আউটার ক্যাম্পাস চালু রাখা
- ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান - একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ৩ লক্ষ করে টাকার বিনিময়ে সনদ প্রদান
- ভর্তির সময়ে উল্লেখিত টিউশন ফি'র চেয়ে অধিক আদায়, পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে অবহিত না করে বৃদ্ধি করা - সেমিস্টার ফি, এ্যাসাইনমেন্ট ফি, কোর্স রিটেক ফি, ফি অনাদায়ে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায়
- ইউজিসিকে না জানিয়ে তহবিলের টাকা ট্রাস্টি কর্তৃক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার- অন্য ব্যবসায় খাটানো

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

- অনুমোদনের জন্য ইউজিসিকে সংরক্ষিত তহবিলের ভূয়া রশিদ প্রদান - ৩ কোটি টাকা
- ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোর্স কারিকুলাম পড়ানো, বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অনুমোদন
- সান্ধ্যকালীন ও এক্সিকিউটিভ কোর্সগুলোর ক্ষেত্রে ক্লাস না করিয়েও পরীক্ষা গ্রহণ
- কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বই দেখে লেখা, অল্প সংখ্যক প্রশ্নের সাজেশনসহ পরীক্ষায় পাশ করানোর নিশ্চয়তা দেওয়া
- শিক্ষকদের ব্যক্তি উদ্যোগে যাওয়া সেমিনার পেপার, জার্নালে লেখা ও শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের থিসিস পেপারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলে চালানো - গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেখিয়ে আত্মসাতের কথা জানা যায়
- ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার ও শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগে প্রভাব, অর্থ লেনদেন, স্বজনপ্রীতি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

- সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার - কম্পিউটার, প্রকাশনা. নির্মাণ ও এসি ব্যবসা (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বেশিরভাগ সদস্য ব্যবসায়ী)
- ব্যবসায়িক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ও জনবল ব্যবহার
- সরকারি নির্দেশনা না মেনে নিবন্ধনের নথিতে অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে জমি ক্রয়, অবৈধভাবে অতিরিক্ত জমি ক্রয়-বিক্রয়
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানো ও সঠিক চিত্র প্রতিফলন না করা, সমঝোতার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি
- অনিয়ম ও দুর্নীতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়ন -ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, এবং সিন্ডিকেট ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মনোনীত সদস্য ইত্যাদি পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে
- সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রাখা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষকদের অনিয়ম ও দুর্নীতি

- ইউজিসির নির্দেশনা অনুসারে ২টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা নিষিদ্ধ থাকলেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পৃক্ত থাকা
- পরীক্ষার নির্ধারিত প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্বে বলে দেয়া ও সে অনুসারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান
- পাঠদান না করে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদানে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও অর্থ গ্রহণ
- যৌন হয়রানি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি (শৃংখলা কমিটি ও বিওটি কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ না থাকা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়গুলো বিরাজমান রাখা)
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উপঢৌকন ও নগদ অর্থ গ্রহণ করে পাশ করিয়ে দেয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি

- পাঠ গ্রহণ না করে/ পরীক্ষা প্রদান না করে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির বিষয় গোপন রাখা - বিশেষ করে চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার
- শিক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেয়া বা পাশ করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ
- শিক্ষকদের অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতির হুমকী ও হয়রানি - বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগের মাধ্যমে
- শ্রেণীকক্ষ, টেবিল চেয়ার ভাংচুর ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত
- ব্যক্তিগত টাকা ব্যয় করে পড়ছে তাই পাশ করিয়ে দিতেই হবে এ ধরণের মানসিকতা প্রদর্শন
- বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ ও পরীক্ষা প্রদান করতে হবে না জেনে ভর্তি হওয়া ও সার্টিফিকেট ক্রয়

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ

- অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন সুবিধা না থাকা, কমনরুম সুবিধা অপ্রতুল এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আলাদা কমনরুম না থাকা
- শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া/ কেন্টিন সুবিধা এবং ডাক্তার/ প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা না থাকা
- অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরিসর অর্পযাপ্ত ল্যাব সুবিধা, লাইব্রেরী থাকলেও অপর্যাপ্ত বই
- অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস/ ইউনিটগুলোর ভৌত সুযোগ-সুবিধা নিম্নমানের
- বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়ভেদে টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়

প্রোগ্রাম/ কোর্স	টিউশন ফি		
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	পার্থক্য
বিবিএ	২৫০০০০	৫৫০০০০	৩০০০০০
সিএসই	২৫০০০০	৬৩০০০০	৩৮০০০০
এমবিএ	৭৫০০০	৩৩০০০০	২৫৫০০০
শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয়	৯৩৫৮	৫৪৩৬০৯	৫৩৪২৫১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

- জনবলের অভাব - অনুমোদন, সুপারিশ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি ও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ, অডিট পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্যে কর্মরত জনবল মাত্র ৭ জন
- মামলা সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা, শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করা ও সনদ বাতিল করার মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারা
- আইন লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম চালিয়ে গেলে শাস্তি প্রদান না করে বার বার আলটিমেটাম দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করা - নিজস্ব জমি ক্রয়, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময়সীমা ও আউটার ক্যাম্পাস গঠন বন্ধ
- স্থায়ী সনদের জন্য চাপ প্রদান না করা
- বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিশেষ চিহ্ন দিয়ে অনুমোদনের ইঙ্গিত প্রদান, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ লেনদেন
- ঘুষ প্রদান না করলে কাজ সম্পন্ন না হওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে কাগজপত্র গায়েব করা
- মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসাজসে ইউজিসি কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ অদৃশ্য উপায়ে মীমাংসা হওয়া

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

▪ প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব-ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকা, শুধু পরিদর্শন শেষে সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকা; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে পৃথক বিধিমালার অভাব

▪ জনবলের অভাব- ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও তদারকি করার ব্যাপক দায়িত্ব পালনের জন্যে মোট জনবল মাত্র ১৩, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য (মেম্বার) মাত্র ১ জন

▪ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে অসহায়ত্ব

▪ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক অর্থ ব্যয় করে নিয়োগকৃত দক্ষ আইনজীবির সাথে সরকার পক্ষীয় আইনজীবির দুর্বল অবস্থান- প্যানেল আইনজীবিদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগসাজশ

▪ পরিদর্শন ও তদারকির কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকা- আইনে না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি ইউজিসির বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ

▪ বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ, ও পরিবর্তনে ইউজিসির অবহেলা এবং বাধ্যতামূলক ভূমিকা না থাকা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

- কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নমনীয়তা প্রদর্শন -শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতিবেদন সত্বেও কোন পদক্ষেপ না নেয়া
- ইউজিসির সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদনে "মালিকানা দন্দ্ব" "মালিক" শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে খাতটি মুনাফাভিত্তিক এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করা
- বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি
- ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা- বিধি ও নীতিমালা না থাকা
- ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক তদারকি না করা - বার্ষিক চিঠি ও ফরমেট পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করা
- পরিদর্শনের সময় এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপঢৌকন ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ
- পরিদর্শন শেষে সঠিকভাবে প্রতিবেদন না দেওয়া- অর্থের বিনিময়ে তথ্য গোপন রাখা এবং অবৈধ অর্থ আদায়ের জন্য সমস্যাগুলো জিইয়ে রাখা
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজে সমন্বয়হীনতা ও সুপারিশ আমলে না আনা-মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত কমিশনে না জানানো

বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও অর্থের পরিমাণ

লেনদেনের খাত	লেনদেনের পরিমাণ (টাকায়)
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন	১ কোটি-৩ কোটি
ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার নিয়োগের অনুমোদন	৫০ হাজার-২ লক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পরিদর্শন	৫০ হাজার-১ লক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয় বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি	১০ হাজার-৫০ হাজার
অনুষদ অনুমোদন	১০ হাজার-৩০ হাজার
বিভাগ অনুমোদন	১০ হাজার-২০ হাজার
পাঠ্যক্রম অনুমোদন ও দ্রুত অনুমোদন	৫ হাজার-১০ হাজার
ভুয়া সার্টিফিকেট	৫০ হাজার-৩ লক্ষ
টাকা দিয়ে অডিট করানো	৫০ হাজার-১ লক্ষ
এ্যাসাইনমেন্ট	৫০০ টাকা
পাশ করিয়ে দেয়া ও নম্বর বাড়িয়ে দেয়া	উপহার, নগদ অর্থ

অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের অভাব
- প্রতিষ্ঠাতাদের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব
- তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়হীনতা অনিয়ম ও দুর্নীতি
- আর্থিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতার অভাব

ফলাফল

- বোর্ডের একাধিপত্য
- অলাভজনক হলেও মুনাফাভিত্তিকে পরিণত
- সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি
- সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ও সংবিধির অনুপস্থিতিতে অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতি
- সমঝোতামূলক দুর্নীতি: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অংশীজন কর্তৃপক্ষের একাংশের যোগসাজশে অনিয়মের মাত্রা বৃদ্ধি, অব্যাহত দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন

প্রভাব

- গবেষণাভিত্তিক-জ্ঞানবিচ্যুত উচ্চ শিক্ষার ধারা সৃষ্টি
- দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অনুল্লেখযোগ্য অবদান
- শিক্ষা খাতে বৈষম্য
- নৈতিকতার অবক্ষয়, দুর্নীতির বিস্তার
- প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- আইনের সীমাবদ্ধতা, অস্পষ্টতা এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি
- অলাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফাভিত্তিক খাতে পরিণত - ইউজিসি প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় "মালিক" "মালিকানা দ্বন্দ্ব" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার
- বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুযোগ
- ভিসি, প্রো-ভিসি, সিন্ডিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ অধিকাংশক্ষেত্রেই আলংকারিক/ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নামমাত্র ভূমিকা
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, তদারকি ও সমন্বয়হীনতার অভাবে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির উদ্ভব ও প্রসার
- কার্যতঃ মুনাফাভিত্তিকে পরিণত হওয়ায় ট্রাস্টিবোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব, ক্যাম্পাস দখল ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট
- উদ্যোক্তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তদারকি কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অপর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় সুষ্ঠু তদারকির অভাব
- অনুমোদনসহ ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতির উদ্ভব

সুপারিশ

১. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্নাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. অবিলম্বে এক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন চুড়ান্তকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড অব ট্রাস্টির একক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যে কমিটি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত রিভিউ এবং নিশ্চিত করবেন।

৫. নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে ইউজিসির জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইউজিসির এখতিয়ার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

সুপারিশ

৭. সব ধরনের আউটার ক্যাম্পাসগুলির কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করতে হবে।

৮. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত সনদ প্রদানের পূর্বে বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষককে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ।

১০. ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন করতে হবে।

১১. অডিট প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য উন্মুক্ত ও প্রবেশযোগ্য করতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তথ্যকর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১২. খন্ডকালীন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে আইনানুযায়ী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করে দিতে হবে।

সুপারিশ

১৩. সাধারণ তহবিল হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ তহবিল ব্যবহারের পূর্নাঙ্গ বিবরণ ইউজিসিতে নিয়মিত প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বেতন ও ফি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্যে একই ধরণের শর্তাবলি যুক্ত করতে হবে এবং কেবলমাত্র উচ্চ রেটিংসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই অনুমতি প্রদান করতে হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজিসির লোকবল, আইনি এখতিয়ার ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার অংশীজনের যেমন নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, অভিভাবক, ইত্যাদির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ধন্যবাদ

বোর্ড অব ট্রাস্টির নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্বের ঝুঁকি সৃষ্টি

- বিওটি কর্তৃক ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার মনোনয়ন
- সকল ধরনের পদ সৃষ্টি, সৃষ্ট পদের দায়িত্ব কর্তব্য, চাকুরীর শর্তাবলী, বেতনক্রম, সকল প্রকার শিক্ষার্থী ফি নির্ধারণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব অনুমোদন, অডিট ব্যবস্থাকরণ
- ১০ সদস্য বিশিষ্ট সিন্ডিকেটে মনোনীত ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার ছাড়াও সরাসরি আরো ১ জন বিওটি সদস্য, ভিসি মনোনীত ৩ জন, রেজিস্ট্রার সদস্য-সচিব
- রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্যে আইনানুযায়ী গঠিত ৭ সদস্যের কমিটিতে ভিসি, প্রোভিসি ছাড়াও আরো ২ জন বিওটি মনোনীত প্রতিনিধি, এছাড়া সিন্ডিকেট মনোনীত ২ জন প্রতিনিধি
- শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে ভিসি, প্রোভিসি ছাড়াও আরও ২ জন 'শিক্ষাবিদ' প্রতিনিধি প্রেরণ
- ৯ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ কমিটিতে ভিসি, ট্রেজারার ছাড়াও সরাসরি আরও ৩ জন সদস্য যার একজন সভাপতি (এই কমিটিতে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত নিয়োগপ্রাপ্ত অর্থ-পরিচালক সদস্য-সচিব)
- একাডেমিক কাউন্সিলে ২ জন মনোনীত শিক্ষাবিদ প্রেরণ

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিওটির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ